FEB. 1 9 2001

ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ

বোমা আতংকে ১৮ দিন যাবৎ ক্লাস বন্ধ ॥ ছাত্র-ছাত্রীদের ক্ষতি হইতেছে

আবুল খায়ের ॥ ১৮ দিন অতিবাহিত হওয়ার পরও গত শনিবার পর্যন্ত ঢাকা মেডিক্যাল কলেজের ক্লাস শুরু হয় নাই। গত ৩০শে জানুয়ারী টাইমবোমা আতংকের কারণে উক্ত মেডিক্যাল কলেজের কর্তৃপক্ষ সকল ক্লাস বন্ধ ঘোষণা করেন এবং শুধু ব্যবহারিক ও মৌখিক পরীক্ষা চালু রাখিয়াছিলেন। তবে এই সকল পরীক্ষা অন্যস্থানে শিক্ষকরা নিয়াছেন। কলেজ কর্তৃপক্ষ বিষয়টি স্বাস্থ্য সচিবকে জরুরী বার্তা বাহকের মাধ্যমে চিঠি দিয়া অবহিত করেন। চিঠিতে কর্তৃপক্ষ উল্লেখ করেন যে, বিস্ফোরকদল দ্বারা তল্লাশী ও নিরাপত্তামূলক সনদপত্র না পাওয়া পর্যন্ত অত্র মেডিক্যাল কলেজের ক্লাসসমূহ চালু করা সম্ভব নয়। জরুরী ভিত্তিতে বিস্ফোরক বিশেষজ্ঞদলকে প্রেরণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য কর্তৃপক্ষ সচিবকে অনুরোধ জানান। পরবর্তীতে মেডিক্যাল কলেজ অধ্যক্ষ বোমা আতংকের বিষয়টি *(১৩শ পৃঃ ৩-এর কঃ দ্রঃ)*

ঢাকা মেডিক্যাল

(৩য় পৃঃ পর)

স্বাস্থ্য মন্ত্রী শেখ ফজলুল করিম সেলিমকে অবহিত করেন। পরে অধ্যক্ষ সরাসরি মন্ত্রণালয়ের একজন যুগ্ম-সচিবের সহিতও দেখা করিয়াছেন। ১১ই ফেব্রুয়ারী যুগ্ম-সচিব বিস্ফোরক বিশেষজ্ঞদল প্রেরণের জন্য একটি চিঠি সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ে দিয়াছেন বলিয়া কলেজ অধ্যক্ষকে জানান। দেশের সর্ববৃহৎ ঢাকা মেডিক্যাল কলেজটি প্রশাসনের নাকের ডগায় এবং কয়েকশত মেধাবী ছাত্রছাত্রীর ক্লাস ১৮ দিন যাবৎ বন্ধ রহিয়াছে। অথচ এই বিষয়টি নিয়া মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারা গুরুত্ব দিতেছেন না। ১৮ দিনে ছাত্রছাত্রীদের ক্লাস বন্ধ থাকায় অপূরণীয় ক্ষতি হইয়াছে বলিয়া শিক্ষকরা জানান। উপায়ন্ত না পাইয়া মেডিক্যাল কলেজ কর্তৃপক্ষ গত শনিবার বিভাগীয় শিক্ষকদের সহিত আলাপ করিয়া অন্য স্থানে ক্লাস চালু করিবার সিদ্ধান্ত নিয়াছেন। গত ৩০শে জানুয়ারী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে তুষার পরিচয় দিয়া এক ব্যক্তি উক্ত কলেজ কর্তৃপক্ষকে জানায়, আপনার কলেজের গ্যালারী, ডি-সেকশন হল ও মাইক্রোবায়োলজী বিভাগে টাইমবোমা পুঁতিয়া রাখা হইয়াছে। কিছুক্ষণের মধ্যে বিস্ফোরণ ঘটিবে। ইহাতে আপনার কলেজে প্রাণহানিসহ বড় ধরনের ঘটনা ঘটিবে বলিয়া জানায়। বোমা আতংকের খবর কলেজে ছড়াইয়া পড়িলে ছাত্রছাত্রী ও শিক্ষকরা ক্লাস এবং অফিস ও অন্যান্য বিভাগ হইতে কর্মকর্তা-কর্মচারীরা আত্মরক্ষার জন্য দ্রুত কলেজ হইতে সরিয়া পড়েন। সংবাদ পাইয়া পুলিশ আসিয়া উক্ত বিভাগসমূহে তল্লাশী চালাইয়া বোমার অস্তিত্ব খুঁজিয়া পায় নাই। তবে মাটির নীচে লুকায়িত রহিয়াছে কিনা উহা বিশেষজ্ঞ দল কর্তৃক পরীক্ষা করিবার জন্য পুলিশ দল ঐ সময় কর্তৃপক্ষকে পরামর্শ দিয়া যায়। ঘটনার দিন হইতে কলেজের সকল ক্লাস কর্তৃপক্ষ বন্ধ ঘোষণা করিয়াছেন। বোমা আতংকের কারণে লেকচার গ্যালারী ও ডি-সেকশন হলেও তালা ঝুলাইয়া দেন। এই ব্যাপারে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ অধ্যক্ষ অধ্যাপক শহীদুল ইসলাম বলেন, বিস্ফোরক বিশেষজ্ঞদল গত শনিবার পর্যন্ত না আসায় ছাত্রছাত্রীদের লেখাপড়ার বৃহত্তর স্বার্থে বিকল্প ব্যবস্থায় ক্লাস চালু করিবার সিদ্ধান্ত নেওয়া হইয়াছে। অবিলম্বে অন্যস্থানে ক্লাস শুরু করা হইবে বলিয়া অধ্যক্ষ জানান।